JAGARAN WELFARE ASSOCIATION
ESTD - 2013

ESTD - 2013

JAGARAN WELFARE ASSOCIATION

JAFARNAGAR, HALALPUR
DHANTALA, NADIA, 741202

“জাগরন”

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

‘ সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ’

- কামিনী রায়

JAGARAN WELFARE ASSOCIATION
ESTD:-2013

JAGARAN WELFARE ASSOCIATION

JAFARNAGAR, HALALPUR, DHANTALA, NADIA, 741202

Contact :: 7001863989 / 6296042989

Email - welfare24x7jagaran@gmail.com

পটভূমিকা

সমাজ কল্যাণ ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য 'জাগরণ' গত ২২ শে ডিসেম্বর ২০২০ তে সমাজ উন্নয়ন ও অংশীদারিতে অষ্টম তম বছরে পদার্পণ করল । ২০১৩ সালের ২২ শে ডিসেম্বর সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মপ্রকাশ । গুটিকয়েক স্কুল ছাত্রছাত্রীর মনের জোড় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় মানুষের জন্য সামান্য কিছু করার তাগিদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাগরনের । এরপর থেকে এই ছাত্রযুব সংগঠনটি যুবদের নেতৃত্বে স্থানীয় যুবদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে ।

জাগরন ভিশন-মিশন-মূল্যবোধকে ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে । বর্তমানে জাগরন বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও ব্যাক্তি বিশেষের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, পরিবেশ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা এই ৫টি বিষয়ের উপর নিরন্তর কাজ করে চলেছে ।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জাগরন সব সময় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থানীয় প্রসাশন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সাথে সমন্বয় করে দূর্যোগকালীন এবং দূর্যোগ পরবর্তী জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সম্প্রীতি কোভিড মহামারি পরিস্থিতিতে মানবিক সহায়তার লক্ষ্যে জাগরণ ব্যাপক আকারে ত্রানের কাজ চালিয়ে এসেছে । বর্তমানে জাগরন প্রায় ১৮০০০ পরিবারকে বিভিন্ন মানবিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে, যা স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বৃহৎ ।

জাগরন এই দীর্ঘ পথচলায় আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি অনেক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন হিসেবে জাগরণকে নিয়ে স্তুন করে উন্নয়ন স্বপ্ন দেখার, বর্তমান উন্নয়ন কার্যক্রম আরো প্রসারে ও স্থায়িত্বশীলতা তৈরিতে আপনারা অতীতে যেভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, ভবিষ্যতে একইভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করে যাবেন এটি আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা । সংগঠনের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত ও কার্য পরিধি বৃদ্ধি পেলে আমার, আপনার সকলের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্র তৈরী সহ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ।

Year - 2013

Year - 2021

সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো ।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রদান করা ।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে শারিরিক, মানসিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা ।
- প্রতি বছর প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ।
- সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা ।
- সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজে অংশগ্রহণ করা ।
- গরীব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো ।
- অন্যায়ের পথ থেকে মানুষ কে আলোর পথে নিয়ে আসা ।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
- এলাকার পারস্পরিক উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
- মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ।
- রক্তদান কর্মসূচি ও রক্তদানে সকলকে আগ্রহী করা ।
- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ।
- দরিদ্র ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা ।
- দরিদ্র ও অসুস্থ রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা ও তার কুফল সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা ।
- আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সবাইকে একসাথে নিয়ে কাজ করা ।

মূল্যবোধ :

- দেশপ্রেম এবং জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় গৌরবের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা
- ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা
- পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সকলের প্রতি সম মনোভাব সম্পন্নতা
- মান সম্পন্নতা
- বিনম্রতা এবং আত্মবিশ্বাস
- বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
- পরিবেশ এবং প্রাণী জগতের প্রতি সহমর্মিতা
- মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা

সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য :

জাগরণ ভিশন , মিশন এবং মূল্যবোধকে লক্ষিত গুহে পরিচালিত করার জন্য বৈশিষ্ট্য সাংগঠনিক কৃষ্টি/ কালচার হিসাবে অনুমোদিত হয়েছে । সংস্থার সকল কর্মী সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি সকলে মিলে এই লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকব । সংস্থার উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য হল -

- পারিবারিক পরিবেশ
- দায়িত্ব সচেতনতা
- ব্যয় সাশ্রয় নীতি
- গঠনমূলক সমালোচনা ও সংস্থার পরিচিতি প্রসার
- বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও বর্ন এর সাম্য ও সম্প্রীতি
- সুস্থ ও রুচিশীল বিনোদন

আমাদের কার্য সম্পাদিত এলাকা :

মূলত আমাদের কর্মসূচী রানাঘাট ২ নং ব্লকে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ভাবে সম্পাদিত হয়। এই ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও একটি নোটিফায়েড এরিয়া নিয়ে আমাদের লড়াই চলে। এছাড়াও আশেপাশের রানাঘাট পৌরসভা, রানাঘাট ১ নং ব্লক, হাঁসখালি ব্লক ও পার্শ্ববর্তী জেলা ২৪ পরগনাতেও আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদিত হয়।

আমাদের কর্মসূচী :

আমাদের কর্মসূচী গুলোকে আমরা ৪ টি ভাগে ভাগ করে বাস্তবায়িত করা থাকি। উক্ত বিভাগ গুলি নিয়ে নীচে আলোচনা করা হল-

- স্বাস্থ্য পরিকাঠামো
- শিক্ষা পরিকাঠামো
- সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো
- সামাজিক পরিকাঠামো তৈরিতে শ্রমদান

স্বাস্থ্য মুলক পরিকাঠামো তৈরীতে জাগরন :

প্রথম থেকেই আমাদের মূল উদ্দ্যেশ্য ছিল যে, দুঃস্থ্য ও অসহায় মানুষদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা নিরলস কাজ করে চলেছি সর্বদা। দুঃস্থ্য ও মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতাল পৌছোনো থেকে শুরু করে তার প্রয়োজনীয় ঔষধ ও গাড়ির ব্যবস্থা ও করা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য মুলক পরিকাঠামো তৈরিতে আমাদের কাজের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীগুলি হল-

- বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির।
- বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির।
- শারিরীক পুষ্টি পরীক্ষা শিবির।
- রক্তের গ্রুপ ও থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় শিবির।
- ছোটো ছোটো স্বাস্থ্য-সচেতনতা ক্যাম্প।
- স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিশিবির
- রানাঘাট লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় আমরা বেশ কিছু দুঃস্থ্য
- মানুষের চোখের ছানি অপারেশনের ব্যাবস্থাও করে থাকি।

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

চশমা প্রদান ও সচেতনতা অভিযান

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুষ্টি পরিমাপণ শিবির

আশাকর্মীদের সাথে আলোচনা
ও তাদের সম্মান প্রদান

থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা

শিক্ষা পরিকাঠামো তৈরীতে জাগরন :

উন্নততর পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে প্রথমেই যেটা প্রয়োজন, সেটি হল পুঁথিগত শিক্ষার সাথে সাথে প্রযুক্তিগত ও কলা-সংস্কৃতি শিক্ষার ও বিশেষ প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের সকলের শিক্ষার একটি মজবুত ভিত তৈরী করে দিয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও অভিভাবক ও অভিভাবিকারা শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের কলা ও সংস্কৃতিচর্চা করিয়ে থাকে। তেমনি আমরা আমাদের জাগরন পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের এলাকার কলা-সংস্কৃতির উন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামুলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকি। এর সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ্য ও পিছিয়ে পরা পরিবারের শিশুদের অল্প পারিশ্রমিকে অঙ্কন, নৃত্য, সঙ্গীত, বাচনভঙ্গি শিক্ষার ব্যাবস্থা করেছি। শিক্ষা মুলক পরিকাঠামো তৈরিতে জাগরন এর বিভিন্ন কর্মসূচী গুলির মধ্যে অন্যতম

- বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও আনুসাঙ্গিক পুস্তক প্রদান।
- টেস্ট পেপার বিতরন।
- বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন।(২০১৩-চলছে)
- বিনা পয়সায় পিছিয়ে পরা ছেলে-মেয়ে দের শিক্ষা প্রদান।
- প্রযুক্তিগত ভাবে কম্পিউটারের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান।

অঙ্কন প্রশিক্ষন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

টেস্ট পেপার বিতরনে- জয়েন্ট বিডিও সাহেব

নৃত্য প্রশিক্ষন ও অনুষ্টান

ব্লক স্বাস্থ্য অধিকর্তার উপস্থিতিতে করোনা যোদ্ধা সম্মান

NSS ইয়ুথ অফিসারের হাতে প্রতিযোগিতামুকল উদ্বোধন

সঙ্গীতানুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা

সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো তৈরিতে জাগরন :

আমাদের সমাজ তখনই এগিয়ে যাবে, যখন আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের ধারক ও বাহকরা আমাদের দেশীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানবে ও বুঝবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে সমাজ ও সমাজের প্রতি যাদের অবদান অপরিসীম তাদেরকে সম্মান জানানো হয় বিভিন্ন ছোটো ছোটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে। আমাদের পালনীয় বিশেষ অনুষ্ঠানগুলি হল-

- স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলীঙ্গাপন ও আলোচনাসভা।
- নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলীঙ্গাপন ও আলোচনাসভা।
- প্রজাতন্ত্র দিবস পালন।
- স্বরস্বতী পূজা।
- কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্মদিবস ও প্রয়ান দিবস পালন।
- নজরুল জয়ন্তী।
- স্বাধীনতা দিবস উৎযাপন।
- রাখী বন্ধন উৎসব।
- শিক্ষক দিবস পালন ও সম্মানীয় শিক্ষকদের সম্মানঙ্গাপন।
- গান্ধী জয়ন্তী পালন।
- পরিবেশ দিবস পালন

শিক্ষক দিবস

স্বাধীনতা দিবসে

রাখী বন্ধনে

ফিট ইন্ডিয়া সাইকেল র‍্যালি

ড্রাগ প্রতিরোধী সচেতনতায়

সচেতনতামুলক শিবিরে

নদী বাচাও অভিযানে

পুলওয়ামাতে শহিদদের প্রতি সম্মানে

বৃদ্ধাশ্রমে পোশাক ও আনন্দদানে

বৃক্ষরোপণ

সামাজিক পরিকাঠামো তৈরিতে জাগরন :

যখনই সমাজের কোনো মানুষ থাকে সমস্যায়, যখনই সমাজের উপর প্রকৃতির রুষ্টতায় নেমে আসে বিপর্যয়, তখনই ঝাপিয়ে পরে জাগরন পরিবারের সদস্যরা।

"সবলে আমরা সবলের তরে
পত্যেকে আমরা পরেরও তরে"

বিশিষ্ট কবি কামিনি রায়ের কবিতার এই লাইন গুলিকে বাস্তবে আমাদের সদস্যরাও নিরলস ভাবে পালন করে চলেছে। ২০১৩ সাল থেকেই যখনি আমাদের সদস্যদের কানে কোনো মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা এসেছে, সাথে সাথেই বিভিন্ন ভাবে ঝাপিয়ে পরেছে আমাদের সদস্যরা। টাকার অভাবে চিকিৎসা, পড়াশুনো থেমে থাকা চলবে না এটাই আমাদের সংস্থার সদস্যদের পন। বিশ্বজুড়ে যখন করোনা নামক মারন মহামারি থাবা বসিয়েছে তখন আমাদের সদস্যরা নিজেদের কথা না ভেবে ছুটে গেছে, কখনও করোনা আক্রান্তের বাড়িতে তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌছে দিতে, কখনো বা লকডাউনে আটকে পড়া সংসার গুলিকে সচল রাখতে তাদের কাছে প্রয়োজনীয় রেশন নিয়ে, আবার কখনও ভিন রাজ্যে আটকে থাকা অথবা এই রাজ্যে আটকে থাকা ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের নূন্যতম জীবনযাত্রা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাবস্থা করতে। করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ এ যখন প্রানবায়ুর যোগান পেতে সকলে মরিয়া তখন আমাদের সদস্যরা করোনা আক্তান্ত ব্যাক্তির কাছে পৌছে গেছে প্রানবায়ু অক্সিজেন পৌছে দিতে এবং অক্সিজেনের পরিমাপ করতে। সাথে হোম কোয়ারেন্টানে থাকা ব্যাক্তিদের প্রয়োজনীয় রেশন দিতেও। সামাজিক পরিকাঠামো তৈরিতে আমাদের কর্মসূচিগুলি হল-

- দুঃস্থ্য ও প্রান্তিক মানুষদের কাছে রেশন পৌছে দেওয়া।
- মাসিক ভিত্তিতে কিছু পরিবারকে সাহায্য করা।
- অক্সিজেন পরিষেবা।
- ত্রান সরবরাহ।
- প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের জন্য বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা ব্যাবস্থা।
- বিভিন্ন ইটভাটা ও স্টেশনে থাকা মানুষদের রান্না করা খাবার প্রদান।
- বিনামূল্যে দুঃস্থ্য পরিবারের অনুষ্ঠানে খাবার পরিবেশন করা।
- বিভিন্ন অনুষ্ঠানবাড়ি থেকে বেচে যাওয়া খাবার স্টেশন ও রাস্তার মানুষদের দেওয়া।
- দুর্গাপূজো ও ঈদের সময় দুঃস্থ্য পরিবারের বাচ্চাদের নতুন পোষাক বিতরন।
- রক্তের জোগান দিয়ে মুমূর্ষু রোগীর সহযোগীতা প্রদান।
- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী।

ইটভাটায় বাচ্চাদের জন্য খাবার

করোনা যোদ্ধা সম্মান- পুলিশকে

মুমূর্ষু রোগির কাছে অক্সিজেন

রক্তের জোগান মেটাতে

স্টেশনের অভুক্তদের জন্য খাবার

শিক্ষক দিবসে সম্মান- বিশিষ্ট শিক্ষকদের

• সেচ্ছাসেবকরা রানাঘাট ২ নং ১৩ টি পঞ্চায়েতের লকডাউনের প্রথম পর্যায়ে জাগরন ৪০০০ পরিবারকে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৫০০ মানুষের হাতে ত্রান পৌঁছে দিয়েছে। বৈদ্যপুর ১ ও বৈদ্যপুর ২ পঞ্চায়েতেরশিমুলিয়া, রূপপুর,ঢাকুরিয়া,নাশিরকুলি,খাসপুর ও কানাই-পুকুর গ্রাম।মাঝেরগ্রাম পঞ্চায়েত উজিরপুকুরিয়া প্রামানিকপাড়া ,গাংনাপুর ও সিজদিয়া গ্রাম। দেবগ্রাম পঞ্চায়েতের কোরাবাড়ি ও শ্রীধরপুর গ্রাম । নোকারী ও কামালপুর পঞ্চায়েত মুড়াগাছা , ঘোলা পূর্বনওপাড়া ও ধানতলা গ্রাম।যুগলকিশোর ও আড়ংঘাটা পঞ্চায়েতের সন্দালপুর, সলুয়া, আদিবাসীপল্লী, নারায়ণপুর, খোসালপুর ও কুটিপাড়া গ্রাম। দত্তপুলিয়া ও আশইমালি গ্রাম পঞ্চায়েতের হুদা,পানিখালি সংলগ্ন এলাকা ও পাকুরিয়া গ্রাম। রঘুনাথপুর ১ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিনগর, হিজুলী, নূতুনগ্রাম দেবীপুর ,রাজাপুর,বঙ্কিমগনগর ,জাফরনগর ,উত্তরপাড়া ,রঘুনাথপুর এলাকায়। বহিরগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের কামডাঙ্গা , ভাতভাঙা , প্রতাপগড়, বিশ্বনাথপুর ও শিয়ালডাঙ্গা গ্রামে। এছাড়া ঝাড়খন্ডের গিরিডি থেকে বৈদপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসপুরগ্রামে বৈদ্যুতিক টাওয়ের কাজ করতে আসা শ্রমিকরা অভুক্ত থাকার কথা জানার পড়ে তাদের কাছে ত্রান পৌঁছে দিয়েছে ।

• করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ২০০এর বেশি মানুষের কাছে পৌছেছে অক্সিজেন। ১০০০এর বেশি মানুষ উপকৃত রেশন পেয়ে। মাসিক রেশন প্রকল্পে প্রতি মাসে দুঃস্থ্য ১০ টি পরিবারে পৌছে যায় মাসিক রেশন।

socialbarta.in

socialবার্তা

করোনা সংকট মোকাবিলায় জিরো পয়েন্টে কাজ করলো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জাগরণ

Social

May 13, 2020 News Social Barta

জিরো পয়েন্টের বাসিন্দাদের হাতে ত্রাণ পৌঁছালো জাগরণ

বুধবার,১৩/০৫/২০২০

245

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দুঃস্থদের ত্রাণ বিতরণ

স্নানের জোগান দেওয়ার জন্য পেপার কাটিং ও স্ক্রিনের নিউজ এ "জাগরন"

আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

আমাদের পরিবেশকে আরও সুন্দর করে তুলতে আমাদের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা সেগুলো পূরনের লক্ষে অবিরত কাজ করে চলেছি, প্রয়োজন শুধু কিছু শুভচিন্তকের সহযোগিতা।

- ★ জাগরন পরিবারের পক্ষ থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য আবাসিক পরিকাঠামোয় শিক্ষাপ্রদান ও সাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্ঠা।

- ★ "আনন্দ আশ্রম" যেখানে ছেলেমেয়েদের থেকে পরিত্যক্ত বাবা মা, রাস্তায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানো ভবঘুরে এবং অনাথ বাচ্চাদের পরিচর্যা ও তাদের আনন্দমুলক জীবন প্রদানের প্রচেষ্ঠা।

- ★ বিভিন্ন ভাবে প্রতিবন্ধী ভাইবোনেদের উন্নতিকল্পে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্ঠা।

জাগরন পরিবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠান চালানোর জন্য আর্থিক ব্যাবস্থাপনা :

২০১৩ সালে গুটিকয়েক স্কুলছাত্রের উদ্যোগে তৈরি হওয়া সংস্থা - জাগরন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আজ সমাজের প্রান্তিক নিরন্ন মানুষদের আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলছে। গ্রাম্য এলাকার মানুষদের বিভিন্ন সমস্যায় আমাদের কাজ করে চলাটা সহজ ছিল না, কারন এই ধরনের গ্রামীণ এলাকায় আমরা কখনো সেরকম ভাবে কোন আর্থিক অনুদান পায়নি। শহর থেকে দূরে হওয়ায় এখানে সেভাবে স্পন্সার ও পাওয়া যায় না। তার মধ্যেও গুটিকয়েক শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন ব্যাক্তি আমাদের বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন। এতগুলো দিন ধরে আমাদের সাথে থাকা প্রত্যেককে জাগরন পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আমাদের আর্থিক ব্যাবস্থাপনা মূলত তিন রকম ভাবে হয়:

- ➤ জাগরন পরিবারের সদস্যদের মাসিক চাঁদা ও অনুষ্ঠানকালীন অনুদান।
- ➤ জাগরন এর শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিভিন্ন রকম ভাবে সহযোগিতা।
- ➤ আমাদের কাটারিং বেবস্থা, যা আমাদের সদস্যদের দ্বারা বিনা পারিশ্রমিকে পরিচালিত।

আমরা সকলের কাছেই বিনম্র ভাবে আবেদন করব আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন, আমরা তাহলে আরও মানুষের সহযোগিতার জন্য ঝাপিয়ে পড়তে পারব এবং আমাদের ভবিষ্যত কর্মসূচী গুলিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

আমাদের অফিসের ঠিকানা:

জগরন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

গ্রাম - জাফরনগর, পোস্টঅফিস - হালালপুর, থানা - ধানতলা, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১২০২

আমাদের যোগাযোগ :

সভাপতি	-	আশিষ কুমার বিশ্বাস	7001863989
সম্পাদক	-	অমিত মোদক	6296042989
কোষাধ্যক্ষ	-	দিব্যেন্দু পারুই	8972194939

আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের বিভিন্ন কর্মকান্ড ধৈর্য্য সহকারে দেখা ও পড়ার জন্য

- জাগরন পরিবার

JAGARAN WELFARE ASSOCIATION

ESTD:-2013